৪

যীশু, ঈশ্বরের পুত্র

খ্রীষ্টিয়ানত্বের কেন্দ্র বিন্দুতে এক সত্য লুকিয়ে আছে, আর তাহলো যীশু খ্রীষ্ট ঈশ্বরের পুত্র। খ্রীষ্ট হলেন আমাদের ধর্মের কেন্দ্র। তিনি হলেন আমাদের বিশ্বাসের ভিত্তি (১করি ৩:১১), আমাদের প্রচারের বিষয় বস্তু (প্রেরিত ৮:৩৫; ১করি ১:২৩), স্বীকারের লক্ষ্য (মথি ১০:৩২), এবং আমাদের প্রত্যাশার ভিত্তি (১তিম ১:১)। অতএব, তাঁহার প্রতি একটি দৃঢ় বিশ্বাস অপরিহার্য্য (যোহন ৮:২৪)। খ্রীষ্টের ঈশ্বরত্ব বিশ্বাসের জন্য আমাদের কাছে যথেষ্ট পরিমাণ কারণ বর্তমান আছে। বিশ্বাসের জন্য ঈশ্বর আমাদের এমন কোন কিছু দেন নাই যাহার পর্যাপ্ত পরিমাণে সাক্ষ্য দেয়া নেই (যোহন ২০:৩১)। সাক্ষ্য অতি দৃঢ়, এবং উহা শতাব্দীর পরে শতাব্দী হাজার হাজার মানুষকে বিশ্বাস করতে বাধ্য করেছে। এই শিক্ষায় বিশ্বাসের জন্য কিছু কারণ তুলে ধরা হল যে যীশু হলেন ঈশ্বরের পুত্র। উহাদের সতর্কতার সাথে অধ্যয়ন করুন। ইতিপূর্বে যদি আপনার দৃঢ় বিশ্বাস থেকে থাকে তবে শিষ্যগন যেভাবে প্রার্থনা করেছিলেন সেই ভাবে নীরবে প্রার্থনা করুন, "প্রভু, আমার বিশ্বাসকে আরও দৃঢ় কর।" যদি আপনি সন্দেহে ক্লান্ত হয়ে থাকেন, তবে মার্ক ৯:২৪ পদের ভূতগ্রস্ত বালকের পিতার মত করে প্রার্থনা করুন, "বিশ্বাস করিতেছি, আমার অবিশ্বাসের প্রতীকার করুন।"

কারণ তিনি পুরাতন নিয়মের ভাববানী পরিপূর্ণ করেছেন

যীশুর জন্মের শত শত বছর পূর্বের কিছু ভাববানীর কথা ভাবুন। তাঁহার জন্ম সম্পর্কে ভাববানী করা হয়েছিল। তাঁহার বংশ-বৃত্তান্তে ছিল অব্রাহাম, যিহূদা, এবং দায়ুদ (আদি ১২:৩/মথি ১:২; আদি ৪৯:১০/মথি ১:২,৬)। অব্রাহামের বহু বংশ ছিল তবুও সেখানে পরিবারের কথা নির্দিষ্ট করে ভাববানী করা হয়েছে (যির ২৩:৫; যিশা ১১:১/মথি ১:৬)। যিশাইয় ৭:১৪ পদে তাঁহার কুমারী মাতার দ্বারা জন্মের ভাববানী করা হয়েছে এবং উহা মথি ১:১৮-২৫ পদে পরিপূর্ণতা পেয়েছে। বৈৎলেহম নির্দিষ্ট করা হয়েছিল তাঁহার জন্মের স্থান হিসেবে (মীখা ৫:২)। আরও ভাববানী করা হয়েছিল যে, তাঁহার জন্মের সাথে সাথে অগণিত শিশুদের হত্যা করা হবে (যির ৩১:১৫/মথি ২:১৬-১৮)।

ভাববাদী-গন ভাববানী করেছিলেন তাঁহার মিসরে পলায়ন (হোশ ১১:১/মথি ২:১৩-১৫), তাঁহার গালিলে বসবাস (যিশা ৯:১,২/মথি ৪:১২-১৬), এবং যেরূশালেম বিজয়ী বেশে তাঁহার প্রবেশ (সখ ৯:৯/মথি ২১:১-১১)। তাঁহার কর্মও ভাববানীতে উল্লেখ করা হয়েছে। ভাববাদীগন বলেছিলেন যে তাঁহার পূর্বে একজন অগ্রদূত আসবেন (মালা ৩:১; যিশা ৪০:৩/মথি ৩:১-৩)। তাঁহার দ্বারা অসুস্থদের সুস্থ করার কথা তাহারা উল্লেখ করেছেন (যিশা ৫৩:৪/মথি ৮:১৬,১৭), দৃষ্টান্ত দিয়ে তাঁহার প্রচার (যিশা ৬:৯,১০/মথি ১৩:১০-১৭), পরজাতিদের কাছে তাঁহার প্রচার (যিশা ৪২:১-৪/মথি ১২:১৫-২১), এবং শাসকদের দ্বারা তাঁহাকে অবহেলা (গীত ১১৮:২২/যোহন ১:১১)।

যীশুর মৃত্যুর কথা দীর্ঘাকারে ভাববানী করা হয়েছে। সাথীদের দ্বারা প্রতারণার কথা পুরাতন নিয়মে চিত্রায়িত করা হয়েছে (গীত ৪১:৯/মথি ২৬:৪৭-৫০) ত্রিশ রৌপ্য খণ্ডের মূল্যে (সখ ১১:১২/মথি ২৬:১৪-১৬)। প্রাচীন বাক্য বলেছে যে শত্রুদের সাক্ষাতে তিনি

কিভাবে ব্যবহার করবেন (যিশা ৫৩:৭/মথি ২৭:১২,১৪), তিনি কিভাবে মারা যাবেন (গীত ২২:১৬/মথি ২৭:৩৫এ) এবং গুলি বাটের মাধ্যমে কিভাবে তাঁহার পোশাক ভাগাভাগি করে নেওয়া হবে (গীত ২২:১৮/মথি ২৭:৩৫বি, সি)। তাঁহার মৃত্যু সময়ের বলা বাক্য গুলি পর্যন্ত ভাববানীতে বলা হয়েছে। (গীত ২২:১/মথি ২৭:৪৬) তাঁহার হাড় ভাঙ্গা হবে না (গীত ৩৪:২০/যোহন ১৯:৩৩) তাঁহার কুক্ষি-দেশে ক্ষত করা হবে (সখরিয় ১২:১০/যোহন ১৯:৩৭)। তাঁহার কবর প্রাপ্ত (যিশা ৫৩:৯/মথি ২৭:৫৭-৬০) তাঁহার পুনরুত্থান (গীত ১৬:১০/লূক ২৪:১-৯; প্রেরিত ২:২৫-৩২) এবং তাঁহার স্বর্গারোহণ (গীত ৬৮:১৮/লূক ২৪:৫০-৫৩)।

ভাববাদীদের জন্য এটা বলা অতি সহজ ছিল যে, একজন উদ্ধারকর্তা আসবেন। যাই হোক যখন তাহারা তিনশত এর অধিক বিস্তারিত ভাববানী যোগ করেছেন, তখন তাহারা এমন নিশ্চিত কাঠামো তৈরি করেছেন যাহা অস্বীকার করা যাবে না।

চিন্তা করুন এই ভাববানীর পরিপূর্ণতা পাবার অর্থটা কি দাঁড়ায়? মানুষের দূরদর্শিতা এবং জ্ঞান এমনকি ২৪ ঘন্টা পরের ঘটনার কথা ভাববানীতে সুনির্দিষ্টভাবে বলতে পারে না। রাজনীতির প্রবক্তারা দেশের সর্বত্র তাহাদের এজেন্টদের ছড়িয়ে রেখে নির্বাচনে কি হবে তাহার ফল বলতে পারেন- সব সময় নয়। যীশু সম্পর্কে এই ভাববানী হল এমন ভাববানী ঠিক যেন চার শত বছর পরে কে প্রেসিডেন্ট হবে, তাহার জন্ম স্থান, তাহার বংশ, তাহার শিক্ষা, তাহার ক্ষমতার সময়ের পরিধি এবং কিভাবে কোথায় তাহার মৃত্যু হবে।

সত্য ভাববানীর পরীক্ষা করা যায় কারণ উহা ভবিষ্যতের ঘটনা প্রকাশ করেন। তাহার বর্ণনা বিস্তারিত ভাবে থাকে যাহা অকস্মাৎ আসে না। ভাববানী তখনই সত্য হয়, যখন ইতিহাসে উহা ঘটে। কোন সাক্ষ্য, লেখা হোক অথবা মৌখিক হোক এই ভাববানী পরিপূর্ণ হবার যুক্তিকে অবহেলা করতে পারে না। এক দিকে উহা

প্রমাণ করে যে যীশু ছিলেন ঐশ্বরিক এবং অন্য দিকে প্রমাণ করে যে যাহারা ভাববানী লিখেছিলেন তাহারা ঈশ্বর-নি:শ্বসিত ছিলেন।

যেহেতু কর্মের সাথে তাঁহার ঈশ্বরত্ব দাবির মিল আছে

যীশু জোর দিয়ে নির্দিষ্ট করে নিজের সম্পর্কে দাবি করেছেন। তিনি বলেছেন যে, তিনি আব্রাহামের পূর্বে ছিলেন (যোহন ৮:৫৮) পৃথিবীর পূর্বে তিনি ঈশ্বরের সাথে ছিলেন (যোহন ১৭:৫,২৪)। তিনি স্বর্গ হতে এসেছেন (যোহন ৬:৩৮,৬২), পৃথিবীতে ও স্বর্গে তাঁহার উপর সমস্ত কর্তৃত্ব আছে (মথি ২৮:১৮)। তিনি কোন মানুষের পূনঃ সৃষ্টি নয়, যিনি পূর্বে কোন সময় বর্তমান ছিলেন; কিন্তু তিনি মানব বেশে পৃথিবীতে ঈশ্বর (যোহন ১:১-১৮)। অনেকেই যাহারা তাঁহার ঈশ্বরত্বকে অবজ্ঞা করেছেন তাহারা তাঁহাকে সহজভাবে একজন "উত্তম" মানুষ বলে মনে করেন। যাই হোক না কেন, তিনি যাহা কিছু দাবি করেছেন তাহা তিনি যদি নাই হতেন, তবে তিনি মিথ্যাবাদী এবং প্রতারক- অবশ্যই তিনি উত্তম মানুষ নয়!

তাঁহার কর্মই প্রমাণ করে যাহা তিনি দাবি করেন তাহা সত্য। যীশু অনেক আশ্চর্য কাজ করেছিলেন। বাইবেলের ইতিহাস লেখকগণ তাঁহার আশ্চর্য কাজের (মথি ১১:৪,৫; যোহন ২০:৩০,৩১) সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তিনি আশ্চর্য কাজ করেছেন। এমনকি পার্থিব লেখকেরাও সাক্ষ্য দিয়েছেন যে তিনি আশ্চর্য কাজ করেছেন।

তাঁহার কথা ও কাজ ছিল একই। তিনি বলেছেন "আমি পৃথিবীর আলো" (যোহন ৮:১২) পরে তিনি অন্ধকে আলো দান করেছেন (যোহন ৯:৬,৭) তিনি বলেছেন "আমিই জীবন খাদ্য" (যোহন ৬:৩৫এ) এবং তিনি ৫ হাজার লোককে ভোজন করালেন কয়েকটি রুটি ও দুটি মাছ দিয়ে। তিনি বলেছেন "আমি পুনরুত্থান ও জীবন" (যোহন ১১:২৫এ) পরে তিনি লাসারকে মৃত্যু থেকে জীবন দিলেন (যোহন ১১:৪৩,৪৪)।

কারণ তিনি নিষ্পাপ জীবন যাপন করেছেন

যাহারা যীশুকে জানতেন তাহারা দাবি করেছেন তিনি নিষ্পাপ জীবন যাপন করেছেন। এই লোকেরা ঈশ্বর-নি:শ্বসিত ছিলেন।

> কেননা আমরা এমন মহা-যাজককে পাই নাই, যিনি আমাদের দুর্বলতা ঘটিত দুঃখে দুঃখিত হইতে পারেন না, কিন্তু তিনি সর্ববিষয়ে আমাদের ন্যায় পরীক্ষিত হইয়াছেন, বিনা পাপে (ইব্রীয় ৪:১৫)।
>
> তিনি পাপ করেন নাই, তাহার মুখে কোন ছলও পাওয়া যায় নাই (১পিতর ২:২২)।

যাহারা তাঁহার জীবন অধ্যয়ন করেছেন তাহারা তাঁহাকে উত্তম বলে দাবি করেছেন (লূক ১৮:১৮)। এমনকি তাঁহার শত্রু-গন যাহারা সর্বদা তাঁহার ভুল অনুসন্ধান করেছেন, তাহারাও তাঁহার উত্তমতা জানতেন। তিনি এক অসাধারন কার্য্য করেছেন- তিনি তাহাদের চ্যালেঞ্জ করেছেন, যেন তাহারা তাঁহাকে পরীক্ষা করে এবং দেখতেন যে তাহারা কোন দোষ তাঁহার মধ্যে পায় কিনা (যোহন ৮:৪৬এ)।

তাঁহার উত্তমতা তাঁহার মৃত্যুর সময়েও দেখা গেছে। পীলাতের স্ত্রীর উক্তি পরীক্ষা করুন (মথি ২৭:১৯), পীলাত (মথি ২৭:২৩), হেরোদ (লূক ২৩:১৪), ক্রুশের উপরের চোর (লূক ২৩:৪১), একজন শতপতি (মথি ২৭:৫৪), এবং এমনকি যিহূদা (মথি ২৭:৪)।

কারণ তাঁহার জীবন দ্বারা পৃথিবী প্রভাবিত হয়ে আসতেছে

অনেক স্মরণীয় জিনিস তাঁহার জীবনকে সম্মানিত করেঃ প্রভুর দিন (প্রকা ১:১০) প্রভুর ভোজ (১করিঃ ১১:২০-২৯; মথি ২৬:২৬-২৮), বাপ্তিস্ম (রোমীয় ৬:৩-৫), এবং এমনকি আমাদের দিনপঞ্জি (ক্যালেন্ডার) তারিখ (বিসি এবং এডি)। মানুষ যাহা কিছু মহান বলে মনে করে, সেই ধরনের মহানতা তাঁহার মধ্যে একটিও না থাকা সত্যেও কোন সন্দেহ ছাড়াই তিনি ছিলেন পৃথিবীর

সবচেয়ে মহান পুরুষ। তাঁহার কোন বংশ মর্যাদা, কোন প্রকার আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ছিল না (যোহন ৭:১৫) সম্পদ ছিল না, কোন রাজনৈতিক কিংবা মিলিটারি শক্তি ছিল না, কোন মল্লযুদ্ধের সামর্থ্য ছিল না তবুও কেহই গত বিংশ শতকের মধ্যে তাঁহার মানব জাতির উপরে, তাঁহার প্রভাব সম্পর্কে কোন প্রকার প্রশ্ন করতে পারেনি। তিনি যদি একজন সাধারণ মানুষই হতেন, তবে পৃথিবী কি বর্তমানে তাঁহার চেয়েও একজন মহান কে সৃষ্টি করতে পারত না? পৃথিবীতে দুই হাজার বছর শিক্ষা দীক্ষায় অগ্রগতি হয়েছে, উহার মধ্যে একজনকে মহান পাওয়া যেত। আমাদের এই উন্নত শিক্ষার মধ্যেও পৃথিবী সত্যিকার নেতার জন্যে আকাঙ্ক্ষিতই রয়েছে। প্রত্যেকেই যীশুর দিকে নজর দিতে পারেন; তিনিই একমাত্র পথ। তিনি ছিলেন ও আছেন মানুষের কাছে সব কিছুই। "তাঁহার নাম হইবে—'আশ্চর্য মন্ত্রী, বিক্রমশালী ঈশ্বর, সনাতন পিতা, শান্তিরাজ'" (যিশা ৯:৬বি)।

উপসংহার

নিশ্চয়ই, যীশু ঈশ্বরের পুত্র। তিনি যে ঈশ্বরের পুত্র এই বিশ্বাসের আরও কারণ আছে। বিশ্বাস করুন তিনিই, এবং আপনার জীবনকে তাঁহার মাধ্যমে ঈশ্বরের কাছে প্রদান করুন।

অধ্যয়ন সহায়ক প্রশ্নাবলী

(উত্তর পাওয়া যাবে 279 পৃষ্ঠায়)

১। খ্রীষ্টিয়ানত্বের কেন্দ্রবিন্দুতে কোন সত্য লুকায়িত আছে?

২। যীশুর জন্ম, জীবন এবং মৃত্যু সম্পর্কে অনেক ভাববানী করা হয়েছে উহার কিছু উদাহরণ দিন।

৩। যীশু সম্পর্কে ভাববানীর পরিপূর্ণতা কি প্রমাণ করে?

৪। যীশু দৃঢ়তার সাথে ও সুন্দর ভাবে নিজ সম্পর্কে দাবি করেছেন। উহাদের মধ্যে কিছু উল্লেখ করুন।

৫। কিভাবে যীশুর বাক্যের সাথে তাঁহার কর্মের এক মিল ছিল?

৬। যীশুর উত্তমতা কিভাবে প্রকাশ পেয়েছে তাহার কিছু উদাহরণ দিন?

৭। যীশুর জীবন আমাদের পৃথিবীর উপরে কিভাবে প্রভাব ফেলেছে?

বাক্য সহায়ক শব্দাবলী

স্বর্গারোহণঃ ঊর্ধ্বে গমন, ঊর্ধ্বে নিত হওয়া। স্বর্গারোহণ ঘটনা ঘটেছিল যখন খ্রীষ্ট মৃত্যু হতে পুনরুত্থিত হয়েছিলেন। তার পরে তাঁহাকে ঈশ্বরের সাথে থাকার জন্য ঊর্ধ্বে তুলে নেওয়া হয়েছিল।

ঈশ্বরত্বঃ ঈশ্বরের প্রকৃতি, ঈশ্বর হওয়া।

বংশাবলীঃ পূর্ব-পুরুষদের তালিকা। যীশুর বংশাবলীতে (মথি ১:১-১৬) দেখা যায় যে, তিনি ছিলেন ভাববানীর পরিপূর্ণতা, ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞাত জন।

প্রভুর দিনঃ সপ্তাহের প্রথম দিন (রবিবার) নতুন নিয়মের মণ্ডলী দ্বারা আলাদা করে রাখা হত উপাসনা করতে (প্রেরিত ২০:৭)।

প্রভুর ভোজঃ যীশুর দ্বারা স্থাপিত একটি স্মরণীয় অনুষ্ঠান যাহাতে তাড়িশুন্য রুটি ভোজন ও দ্রাক্ষারস (আঙ্গুর ফলের রস) পান করা হয় (১করি ১১:২০,২৩-২৬ দেখুন)। নতুন নিয়মের মণ্ডলী এই অনুষ্ঠান প্রতি সপ্তাহের প্রথম দিনে পালন করে থাকে।

পুনরুত্থানঃ মৃত ব্যক্তিকে জীবনে ফিরিয়ে আনা। পুনরুত্থান (যীশুর) প্রমাণ করে যে, মৃত্যুর উপর যীশুর ক্ষমতা আছে এবং যাহারা তাঁহাকে অনুসরণ করে তাহারা পৃথিবীতে জীবন শেষে তাঁহার সাথে চিরদিন স্বর্গে নিশ্চিত বাস করতে পারবেন।